প্রথম পাতা
বাংলা mail
দুর্গাপুজো
সুখাদ্যেই সুখ
শপিং
ই কার্ড
ভ্রমণ
খবরাখবর
কলকাতা স্পন্দন
বিনোদন
i-পত্রিকা
ছবিতে গল্প
শব্দছক
রাশিফল
বিশেষ সংখ্যা
ক্যালেন্ডার
মতামত
কথা
Fairs & Festivals
Archive
Search the site

বই কিনুন
চিরন্তন রবীন্দ্র রচনাবলী/e-book
স্মৃতির কোলাজ/শানু লাহিড়ী
ব্যক্তিত্ব
বহুবর্ণে/প্রতিভা বসু
more >>

সাতকাহন ৬

তখন তোমার পঁচিশ বছর বোধহয়

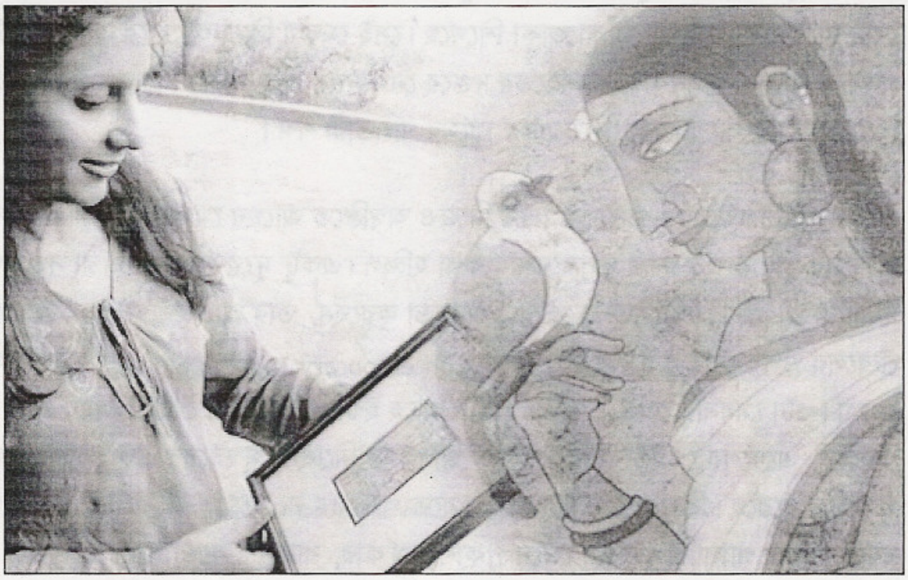

রিয়াল এস্টেটের রমরমা। দু-তিন-চার কামরার ফ্ল্যাট, ডুপ্লে, পেন্টহাউসের স্নোসেম করা দেওয়াল সাজানোর জন্য আর্টিস্টদের ডাক পড়েছে। চাহিদা মাফিক যোগান দিতে কলকাতায় আর্ট গ্যালারি দিন-কে-দিন বাড়ছে। নয়ের দশকে সম্পন্ন ঘরের গৃহবধূরা যেমন পান থেকে চুন খসলেই বুটিক খুলে বসতেন, দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ মহল্লায় তার চেয়েও দ্রুত হারে আর্ট গ্যালারি গজিয়ে উঠছে।

ঘটা করে উদ্বোধন হচ্ছে, রুপোলি পর্দার চুনোপুঁটিরা সেজেসুজে ফ্ল্যাশগানের সামনে দন্তরুচিকৌমুদীর বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, বছর ফুরোতে-না-ফুরোতেই উঠে যাচ্ছে। মিটমিট করে মরসুমে মরসুমে জ্বলে উঠছে দু'চারটে। বিবিধ রতন, গ্যালারি স্টেয়ারকেস, আইডিয়াজ গ্যালারি, আকার-প্রকার কিংবা এই সপ্তাহে ঝাঁপ তোলা সমকাল - সবাই এই চলতি হাওয়ার পন্থী। মধ্যবয়সী অবাঙালি বাড়ির গিন্নিদের সঙ্গে বঙ্গবালারা পাল্লা দিতে শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু ২৫ বছরের এক মেয়ে স্রেফ নিজের মেহনত আর খুশনসিবকে সম্বল করে বাড়ির মধ্যে একটা ইয়াব্বড় গ্যালারি খুলে বসবেন এটা অবিশ্বাস্য শোনাচ্ছে না ? কেয়াবাত মেয়ে কথাটা বুঝি মেঘনার জন্য তৈরি।

কলকাতা স্পন্দন
সাতকাহন
আকাশ জুড়ে ভোটানন্দের তর
আগে জোট পরে
রবি ঠাকুরের ছুঁ
বাংলার লোকসং দশদিগন্ত উন্মোচ
নীল যমুনার জ দানিয়ুবের স্রোত
তখন তোমার পঁ বছর বোধহয়
যারে পাই, তারে
Previous Artic
ব্যক্তিত্ব
পিকাসো নয়, প জন্মে চপওয়ালি চান শানু লাহিড়ি
Previous Artic
উবাচ
'না বাঁচাবে আমা মারবে কেন তবে শান্তিনিকেতন প্রয়াণলেখ
Previous Artic

মেঘনা আগরওয়াল। রাসবিহারী অ্যাভেন্যুর পূর্ব প্রান্তে বালিগঞ্জের ট্রামগুলো যেখান দিয়ে ডিপোয় ঢুকে পড়ে, ঠিক সেখানে, ভারত সেবাশ্রম সংঘের লাগোয়া প্রায় ২০০ কাঠা জমির ওপর মেঘনাদের ঘরদোর। কলকাতায় অ্যাত্তোবড় জমিজিরেত আর কোনও পরিবারের আছে ? সেই বাড়ির মেয়ে হয়ে জে ডি বিড়লা কলেজে হিউম্যান ডেভলপমেন্ট নিয়ে বি এসসি পাশ করে বাবার রপ্তানির কারবারে মাথা খাটাচ্ছিলেন মেঘনা। মাঝেসাঝে আর্ট গ্যালারিতে যেতেন। হাতে পয়সা এলে বিনিয়োগের কথা মাথায় রেখে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ছবিটবি কিনতেন। গণেশ হালুইয়ের ছবি দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। তারপর দাম শুনে তিন হাত ছিটকে গুটিসুটি বাড়ি ফিরে আসতেন। অথচ মেঘনাদের চোদ্দো পুরুষে শিল্পসামগ্রী সংগ্রহের দস্তুর ছিল না। মা সুজাতা এককালে অয়েল পেইন্টিং করতেন, ছোট বোন রাশি একটু-আধটু আঁকাজোকা শিখেছে। সেই মেঘনা কিনা হুট করে একটা আর্ট গ্যালারি খুলে বসলেন ! বাংলালাইভের দপ্তরে নেমন্তন্নের চিঠি পাঠালেন। কার্ডের তলায় নিজের নামের পাশে বসল 'কিউরেটর' নামের গালভারী শব্দ।

অবিশ্যি ওই কিউরেটর শব্দটাকে নিয়ে নিজেও অস্বস্তিতে আছেন মেঘনা। গ্যালারি খুলবার দু'দিনের মাথায় শুক্কুরবার দুপুরবেলায় কথা হচ্ছিল। একটু দূরে আনন্দমার্গীরা সপ্তদশ দধীচির স্মরণে বিজন সেতু জুড়ে প্রতিবাদসভা করছেন, তার আঁচ পৌঁছচ্ছে না ভেতরে। টেবলের ওপর নেভিল টুলির কোশগ্রন্থ 'Contemporary Indian Painting' হাট করে খোলা। ওটা মেঘনার রেডি-রেকনার। আর আছে ইন্টারনেট। সময় পেলেই সার্ফিং করছেন, এদেশের পেইন্টারদের সম্পর্কে জানকারি নিচ্ছেন। মুম্বইয়ের এক পেইন্টারকে খুব মনে ধরেছে। কিছুতেই নামটা মনে করতে পারলেন না। তাতে কী হয়েছে ? এত কম বয়সে মেঘনা গ্যালারি খুলছেন জেনে প্রকাশ কর্মকার, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরি, শুভাপ্রসন্নরা এক কথায় ছবি দিয়েছেন। পাশে এসেছেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মল্লিক, ওয়াসিম কাপুর। আছেন সনাতন দিনদা, প্রসেনজিৎ সেনগুপ্ত, সোমনাথ মাইতির মতো এক দল তরুণ। সোমনাথ মাইতি একেবারে হারিয়ে গিয়েছিলেন। মেঘনার গ্যালারিতে ঢুকেই সামনের প্যানেলে সোমনাথের তিনটে ফিগারেটিভ ক্যানভাস দেখে মন ভরে গেল। প্রিয়াঙ্কা গুপ্তের দুটো পেইন্টিং দেখে অবাক হতে হল। কোত্থেকে পেলেন ? এই ছবিগুলো মেঘনার নিজের পছন্দসই, তাই এগুলো দেওয়ালে টাঙিয়েছেন। শুভাপ্রসন্নের 'কৃষ্ণ সিরিজ'-এর তিনটে ছবির ওপর ইতিমধ্যেই লাল টিপ পড়ে গেছে। আহ্লাদে আটখানা কন্যা পরের এগজিবিশনের প্ল্যানিং সেরে ব্যস্ত গ্যালারির ওয়েবসাইট বানাতে। মার্কেট সার্ভে করেছেন ? দু'দিকে মাথা নাড়লেন। স্পন্দন প্রতিবেদকের কাছ থেকে আলগোছে জানতে চাইলেন ছবির বাজারের হালচাল।

এমন রোম্যান্টিক মেয়ে এ শহরে আজও আছে ?

যোগেন চৌধুরির সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি, সামনের এগজিবিশনে রামকুমারের অয়েল যোগাড় করবেনই করবেন। তবে এরা কেউ নন, নেমস অ্যান আর্ট গ্যালারির 'My First Show'-র কোহিনুর যামিনী রায়। মেঘনা কিছুতেই জানালেন না কোত্থেকে পেয়েছেন যামিনী রায়ের এক গুচ্ছ স্কেচ। ১৯৫০-এর দশকের সিলমোহর মারা। যে সে স্কেচ নয়

শুক্র
কলকা
কোন
থিয়েটা
গানবাজ
কোথায়
রম্যতা
ঝাঁকিদ

এগুলো কিংবদন্তি চিত্রকরের সেরা ছবিগুলোর লে-আউট। 'কীর্তন' আর 'খ্রিস্ট' ছবিদুটো একপলক দেখেই চিনে নেওয়া যায়। অগুনতি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড' এঁকেছেন যামিনী রায়। হলুদ কাগজে তার একটার লে-আউট দেখলাম। ওপরে লেখা - 'শ্রী শ্রী হরি'। হাতে গোনা কয়েকটা লাইন দিয়ে স্পন্দমান একটি মৃদঙ্গ এঁকেছিলেন শিল্পী। সেটাও দেখলাম। মন ভরে গেল।

বাড়ির সামনে প্রশস্ত লনে লঞ্চ হয়েছিল নেমস অ্যান আর্ট গ্যালারির। বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরে সেখানে 'খ্রিস্ট'-কে কোলে তুলে আদর করছেন মেঘনা। মুখোমুখি অশোক মল্লিকের দাঁড়ে পোষা ময়না।

Your View Others View Send this page to a friend

Home | News | iPatrikaa | Bangla Mail | Entertainment | Comic | Calendar
Horoscope | Feedback

Terms of Use Privacy Statement For Advertisers

Copyright © 2000 Celcius Technologies Pvt. Ltd.. All Rights Reserved.